দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... ৭ ...

সরকারী ও বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

ইদানীং দেখা যাইতেছে যে, বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীকেই কেবল সুযোগ প্রদান করা হইতেছে। পাসকোর্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের কোন সুযোগই প্রদান করা হইতেছে না। যেখানে বাংলাদেশ সরকারী কমিশন পাসকোর্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীদিগকে সরকারী কলেজগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে সেখানে বেসরকারী কলেজগুলির উল্লিখিত বৈষম্যমূলক আচরণ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন পাসকোর্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তির শর্ত আরোপ করে। স্নাতকোত্তর পরীক্ষা ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী/বিভাগ পাইলে এই ক্ষেত্রে কোন সুবিধাই পাওয়া যায় না। তাই, বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাসকোর্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের সুযোগদান এবং সরকারী কলেজগুলীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এস, এস, সি হইতে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত—যে কোন দুইটিতে প্রথম শ্রেণী/বিভাগ প্রাপ্তদের সুযোগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

—মো: আবুল কাসে, ১৮/১, এন, এম, রোড, কুষ্টিয়া।

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ২৮শে জুন।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামীকাল শনিবার সিন্ডিকেট সভা আহবান করেছে। এ উপলক্ষে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ইতিপূর্বে কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েও

২–এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র শিবিরের বিরোধিতার মুখে কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট সভা করতে পারেনি। কাল সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটির যৌথ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পেশ করা হবে। সিন্ডিকেটের অপর একটি সভায় কাল বিভিন্ন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক পরিষদের আজ এক সভায় বলা হয়, কতিপয় শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে মদদ যোগানোর জন্যে তাদের সাথে বার বার যৌথ কর্মসূচী ঘোষণা করে আসছেন। এরা আগামীকালের সিন্ডিকেট সভা বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনুষ্ঠিত এ সভায় অধ্যাপক ফজলী হোসেন সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষকদের মধ্যে হুজ্জত আলী প্রামাণিক, হামিদা বানু, এ এম এম শরফুদ্দিন, বেনু প্রসাদ বড়ুয়া, ইরশাদ কামাল খান, আবদুর রশীদ, মমতাজ উদ্দিন পাটওয়ারী, আবদুল মান্নান, আবদুল হাই ঢালী, মনজুর মোরশেদ মাহমুদ, ফসিউল আলম, রনজিৎ শর্মা ও আনোয়ারুল আজিম আরিফ বক্তব্য রাখেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার, গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দল, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। আগামীকাল সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সভা মূলতবী রাখা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্র শিবিরের আজ এক জরুরী সভায় বলা হয়, বিতর্কিত ভিসি কর্তৃক সিন্ডিকেট সভা আহবান ষড়যন্ত্রমূলক। সভায় এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। এই সভা অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার জন্যে সভায় ভিসির প্রতি আহবান জানানো হয়। শিবির সমর্থিত সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য সিন্ডিকেট সভা আহবানের প্রতিবাদে আজ শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গনি বেকারী মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এইচ এম মুজাম্মিল সভাপতিত্ব করেন। সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য পরিষদের এক বিবৃতিতে সিন্ডিকেট সভা আহবানের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, বর্তমানে ভিসির অধীনে কোন সিদ্ধান্ত সঠিক ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। জসিম উদ্দিন ও শফিকুল ইসলাম বিবৃতিটি দিয়েছেন।